সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬৯
WEEKLY BOOKLET:269

শামসে মা' রিফাত আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জীবনী

১ম অংশ

আচ্ছে মিঁয়ার উত্তম কথা

আচ্ছে মিঁয়ার উন্মুক্ত দরবার ০৭
মুরিদ হলে তো আ'লা হযরতের মতো হও ১৪
ইলমী খেদমত সমূহ ১২
পীরে কামিলের সন্ধান ১৮

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া বাংলাদেশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আচ্ছে মিঁয়ার উত্তম কথা

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ "আচ্ছে মিয়ার উত্তম কথা" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার প্রিয় বান্দা আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র সদকায় ভালো মানুষ বানিয়ে দাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

বুখারায় (উসবেকিস্তানে) বসবাসকারী এক ব্যক্তি মা'রিহরাহ শরীফে উপস্থিত হলো ও যোহরের নামায খানকা শরীফে আদায় করে সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মহান ব্যক্তিত্ব শামসে মা'রিহরাহ হযরত আবুল ফযল আলে আহমদ আল মা'রূফ "আচ্ছে মিয়া" رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বরকতপূর্ণ খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: "হযরতের নাম শুনে সত্যের সন্ধানে এখানে এসেছি কেননা আমার মধ্যে সাধনা করার ক্ষমতা নেই হুযুরের দয়ার দৃষ্টিতে পরিশ্রম ছাড়াই এই মহান ফয়েয দ্বারা ধন্য হতে চাই।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুচকি হেসে বললেন: এতো বড় সম্পদ এতো তাড়াতাড়ি পেতে চাচ্ছো? উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলল এটা কি কোন হালুয়া, যা তোমার মুখে দিয়ে দেয়া হবে? হযরত বললেন: এ রকম বলো না, আল্লাহ (পাকের রহমত) থেকে দূরে কেন!" অতঃপর ঐ যুবককে একটি দরূদ শরীফ বিশেষ পদ্ধতিতে আজ

www.dawateislami.net

রাতে পাঠ করার জন্য বললেন, সেই নির্দেশের উপর আমল করলো, রাতে দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দিদার লাভে ধন্য হলো। তার ভিতর একটি অবস্থা সৃষ্টি হলো যার দ্বারা তার বাতেনী বিষয়ে সমাধান হয়ে গেলো। সকালে সে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতপূর্ণ খিদমতে এসে আরয করতে লাগলো سُبْحٰنَ الله! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে স্বপ্নে ইরশাদ করলেন: প্রতি (একশ বছর পর) আমার উম্মতের মধ্যে একজন এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যে আমার দ্বীনকে জীবিত করবে সেই "সত্তা" হলেন আপনি।

(তাযকিরাহে মাশায়িহে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৩৬২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দিল কো আচ্ছা তন কো সুথরা জান কো পুরনূর কর,
আচ্ছে পিয়ারে শামসে দিই বদরুল উলা কে ওয়াস্তে।

শাব্দিক অর্থ: তন: শরীর। শামসে দিই: দ্বীনের সূর্য। বদরুল উলা: উঁচু এরকম চাঁদ।

শাজরা শরীফের ব্যাখ্যা: হে আল্লাহ! তোমাকে হযরত সৈয়দ শাহ আহমদ আচ্ছে মিয়া মা'রিহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওয়াসেতা যিনি দ্বীনে ইসলামের সূর্য এবং সমুন্নতদের চাঁদ, আমার অন্তরকে ভালো, শরীরকে পরিষ্কার এবং আমার রূহকে পরিপূর্ণ আলোকিত করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পবিত্র বংশ

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মহান বুযুর্গ শামসে মা'রিহরাহ হযরত আবুল ফযল আলে আহমদ আল মা'রূফ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৮ রমযানুল মোবারক ১১৬০ হিজরীতে মা'রিহরাহ মুতাহহারা (জেলা ইটাউপি) হিন্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মোবারক বংশ হোসাইনী বংশের অন্তর্ভূক্ত। (আহওয়াল ও আছার শাহ আলে মুহাম্মদ আচ্ছে মিয়া মা'রিহরভী, ১৯ পৃষ্ঠা)

গাউছে পাকের ফয়যান

তাঁর পবিত্র জন্মের সময় দাদীজান বরকত সম্পন্ন হযরত শাহ বারকাতুল্লাহ ইশকী মা'রিহরভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঐ পোশাক মোবারক যেটা শাহানশাহে বাগদাদ হুযুর গাউছে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ইশারায় তাঁর নিকট হুযুর আচ্ছে মিয়াকে পরিধানের জন্য আমানত রেখেছিলেন, সেটা গলায় নিলেন এবং সাহিবুল বারকাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর নাম "আলে আহমদ" রাখলেন। দাদী সাহিবা অধিকাংশ সময় বলতেন যে, এই বাচ্চা আমাদের বংশের জন্য গর্বের কারণ। হযরত আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদারজাত (জন্মগত ভাবে) ওলী ছিলেন এবং যেভাবে হুযুর গাউছে আযম নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবয়ব ছিলেন তেমনিভাবে তিনি হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র প্রতিচ্ছবি ছিলেন। (বারাকাতে মারিরাহ, ৭১ পৃষ্ঠা) আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরজ করেন:

ইয়া আবুল ফযল আলে আহমদ হযরতে আচ্ছে মিয়া
শাহ শামসুদ দীই যিয়াউ উদ্দীন আসফিয়া ইমদাদ কোন

www.dawateislami.net

অনুবাদঃ হে হযরত আবুল ফযল আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া! বাদশাহ, দ্বীনের সূর্য এবং সূফিদের দাতা! আমাকে সাহায্য করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুভ আগমনের সুসংবাদ

সুলতানুল আশিকিন সৈয়দ শাহ বারকাতুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছিলেন: আল্লাহ পাকের দয়ায় আমাকে একটি সন্তান দান করা হবে যার দ্বারা বংশের উজ্জলতা দিগুণ হবে। অতঃপর তিনি তাঁর একটি খিরকা (অর্থাৎ পোশাক শরীফ) দান করে হুকুম দিলেন যে, এটি ঐ শাহজাদার জন্য। হুযুর সাহিবুল বারকাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বড় শাহাজাদা শাহ আলে আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুখে প্রথম খাবার তুলে দেয়ার সময় তিনি কোলে নিয়ে বললেন: এটি সেই শাহজাদা যার ব্যাপারে সম্মানিত পিতা সুসংবাদ দিয়েছিলেন। (তাযকিরা মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

শামস ও ক্বমার ছে বঢ় কর হে শানে আলে আহমদ,
কুরআন আলে আহমদ কুরবানে আলে আহমদ।

জাহেরী ও রূহানী ওস্তাদ

তিনি জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান সমূহ তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত শাহ হামযা আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কাছ থেকে অর্জন করেন আর সম্মানিত পিতার কাছ থেকে খিলাফতও অর্জন করেন। তাঁর রূহানী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সরাসরি দরবারে গাউছে আযম থেকে হয়েছে, এজন্য বলা যেতে পারে যে, তাঁর রূহানী শিক্ষক হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন। (তাযকিরাহে মাশায়িখে মা'রিহরাহ, ১৮ পৃষ্ঠা) তিনি সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া

www.dawateislami.net

আত্তারীয়ার ৩৬ তম পীর ও মুর্শিদ ছিলেন, তিনি বড়ই কামিল ও আরিফ বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভকারী বুযুর্গ ছিলেন।

হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র আগমন

হযরত আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ভাতিজা সৈয়দ শাহ গোলাম মহিদ্দীন সাহেব নিজের শৈশব কালের একটি ঘটনা লিখেন: একবার হযরত আচ্ছে মিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দায়িত্ব প্রাপ্ত হিসাবে একা ছিলেন এবং ভিতরে কারো যাওয়ার অনুমতি ছিল না। দরজায় একজন খাদিম বসা ছিল। আমি খেলতে খেলতে দরজায় গেলাম ও ভিতরে যেতে চাইলে খাদিম বাধা দিল কিন্তু আমি দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করে নিলাম। আমি দেখলাম যে, হযরত দুই বুযুর্গদের নিকট বসে কিছু বলছেন, আমি ধীরে ধীরে গিয়ে পিছন থেকে পিঠ মোবারককে জড়িয়ে ধরলাম, হযরত তাঁর চেহারা মোবারক ফিরিয়ে আমাকে দেখে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: কেন এসেছো? আমি (না বুঝে) আরজ করলাম: আপনার কাঁধে চড়বো। এটা শুনে তিনি এবং ঐ দুইজন বুযুর্গ মুচকি হাসতে লাগলেন অতঃপর ঐ দুইজন বুযুর্গ আমার মাথায় হাত বুলালেন ও আদর করলেন। এরপর তিনি ঐ বুযুর্গদের সাথে ভিতরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। একটু পর হযরত আচ্ছে মিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একা বাহিরে তাশরিফ আনেন তখন আমি আরজ করলাম: ঐ দুইজন হযরত কারা ছিল আর তারা কোথায় গেলো? তিনি বললেন, একজন হলেন হুযুর গাউছে পাক আর অপরজন সৈয়দ শাহ জালাল সাহিব মা'রিহরভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا ছিলেন, এই হযরতগণ মাঝে মাঝে দয়ার দৃষ্টি দিয়ে তাশরিফ নিয়ে আসেন আর এখন তাঁরা চলে গিয়েছেন।

(বারকাতে মা'রিহরাহ, ৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খোদাওয়ান্দ! বরায়ে আলে আহমদ,
নসীবাম কুন লিক্বায়ে আলে আহমদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খিলাফত লাভ

হযরত সৈয়দ শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সম্মানিত পিতার ইন্তিকালের পর বংশীয় নিয়ম অনুযায়ী সিলাসিলার বরকতময় মসনদে তাশরিফ আনেন আর প্রায় ৩৭ বছর ওফাত হওয়া পর্যন্ত এটাকে আলোকিত করে রাখেন।

(আহওয়াল ওয়া আছার শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া মা'রিহরভী, ২৭ পৃষ্ঠা)

পবিত্র স্বভাব

হযরত সৈয়দ শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সময়ের গাউছ ছিলেন। তাঁর দিন-রাতের কার্যাদি এরকম ছিল যে, যেমনটি হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তাঁর দিন আল্লাহ পাকের সৃষ্টির খেদমত ও কল্যাণ মূলক কাজের জন্য এবং মুরিদদের সংশোধন ও দিক-নির্দেশনায় অতিবাহিত করেন, আর রাত আল্লাহ পাকের দরবারে ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন। তাঁর মুরিদ হযরত মাওলানা মুজাহিদ উদ্দীন যাকির বাদায়ুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: তিনি রাতের শেষ ভাগে উঠে অযু করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন অতঃপর যিকির ও অযিফা পাঠে ব্যস্ত থাকতেন আর ফজরের সময় শুরু হওয়ার একটু আগে মসজিদে তাশরিফ নিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করতেন আর (ফজরের সময় শুরু হতেই) ফযরের সুন্নাত আদায় করে নিতেন।

www.dawateislami.net

ফযরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর হাত তুলে দ্বীনের উন্নতি এবং মুসলমানদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন অতঃপর খানকা শরীফে তাশরিফ নিয়ে সকাল হওয়া পর্যন্ত যিকির ও অযিফা পাঠে মশগুল থাকতেন। ঐসময় দরজা বন্ধ থাকতো এবং কারো ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এসব শেষ করে ঘরে তাশরিফ নিয়ে সকলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে পুনরায় খানকায় তাশরিফ নিয়ে যেতেন। অতঃপর ঐখান থেকে দরগাহে মুয়াল্লার দিকে রওনা দিতেন, একজন খাদিম আগে থেকে প্রতিদিনের স্থানে জায়নামায কিবলামুখী করে বিছিয়ে রাখতো। তিনি প্রথমে সম্মানিত পিতা এরপর সম্মানিত মাতা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের মাযারে ফাতেহাখানি করতেন। (তাযকিরা শামস, ১৯ পৃষ্ঠা)

দুপুরের খাবার ও অল্প নিদ্রা

কখনো বাগানে তাশরিফ নিতেন এবং জাম গাছের নিচে মাদুর বিছিয়ে বসে যেতেন অতঃপর ঐখান থেকে খানকা শরীফে তাশরিফ নিতেন, ঐসময় সাধারণত দরবার হতো, প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পেশ করতো, দুপুরের খাবারের সময় গমের দুই বা তিনটি হালকা চাপাতি ঝোল বা মুগ ডালের সাথে মিশিয়ে আহার করে অল্প নিদ্রা যেতেন। (তাযকিরাহে মাশায়েখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

যোহর থেকে ইশারের কার্যাদি

জামাআত সহকারে যোহরের নামায আদায় করে তিলাওয়াতে কুরআনে মশগুল হয়ে যেতেন অতঃপর খানকা শরীফে এসে দরূদে পাক পড়তে থাকতেন, আসরের নামাযের পর পুনরায় খানকা শরীফে এসে

www.dawateislami.net

মাগরিবের নামাযের পর তাসবীহ পড়তেন এরপর সাধারণত দরবার পরিচলনা শুরু করতেন। মানুষের আপত্তি শুনে তাদের শান্তনা দিয়ে ঘরে তাশরিফ নিতেন। ইশারের আযানের পর মসজিদে জামাআত সহকারে নামায আদায় করে পুনরায় খানকায় তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং দরজা বন্ধ হয়ে যেতো। ঐসময় খানকার মধ্যে বিশেষ লোকদের উপস্থিতির অনুমতি হতো। (তাযকিরাহে শামস, ২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একাকী ইবাদতের অভ্যাস গড়ুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন একাকী ইবাদত করার অভ্যাস করা উচিত। এখনই সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার প্রিয় পীর ও মুর্শিদ হযরত সৈয়দ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه 'র মোবারক রুটিন শরীফ বর্ণনা করা হয়েছে। আপনিও সেটা অনুযায়ী কিছু না কিছু কুরআনে করীম এবং দরূদে পাক পাঠ করার অভ্যাস গড়ুন। আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা তিলোওয়াত করার উৎসাহ প্রদান করে তাঁর সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মুরিদ ও শিক্ষার্থীদের বলেন: পবিত্র কুরআনে করীম কমপক্ষে এক পারা যতটুকু সম্ভব সূর্য উদয়ের পূর্বে, আর যদি সূর্য উদয় হওয়া শুরু হয়ে যায় তো কমপক্ষে বিশ (২০) মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করুন আর যিকির ও দরূদ শরীফে পাঠে মগ্ন থাকুন, এই পর্যন্ত যে, সূর্য পূর্ণ উদয় হয়ে যায়, যেই তিন সময়ে নামায পড়া নাজায়িয ঐসময় তিলাওয়াত করাও উত্তম নয়।

(শাজরা শরীফ, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করুন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেক বানানোকারী "৭২টি নেক আমল" এর পুস্তিকার ২ পৃষ্ঠায় লিখেন: "আপনি কি আজকে কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছেন?" অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার ব্যাপারে কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ৩১৩ বারও। (সাদাতুদ দারাঈন, ৫৪ পৃষ্ঠা) সুতরাং যদি কেউ কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদে পাক পাঠ করার অভ্যাস বানিয়ে নেয় তাহলে সে অধিকহারে দরূদ পাঠকারীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে। আল্লাহ পাক! আমাদেরকে আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র তিলাওয়াত ও দরূদে পাকের সদকায় অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বেঁচে থেকে অধিকহারে তিলাওয়াত ও দরূদে পাক পাঠ করার সামর্থ্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জামাআত সহকারে নামায আদায় করার গুরুত্ব

হুযুর আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সারা দিনের রূটিনের মধ্যে আরেকটি বিষয় খুবই দেখার মতো সেটা হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করতেন। হায় যদি! আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীরাও এই উত্তম আমলটি বাস্তবায়ন করতো! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত যে আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি আল্লাহ পাক জামাআত সহকারে নামায আদায় করাকে পছন্দ করেন। (মুসনদে ইমামে আহমদ, ২/৩০৯ পৃষ্ঠা) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে জামাআতে নামায একাকী পড়া থেকে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। (বুখারী, ১/১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খোদা! সব নামাযী পড়ো বা জামআত
করম হো পিয়ে তাজেদার রিসালাত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গায়েবী কিতাব

হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার তাঁর ভাইয়ের (সাথে) বিহার শরীফে গেলেন ও খাজা ইয়াহইয়া আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মাযারে ফাতেহা শরীফ পড়লেন, ঐখান থেকে পালকি করে নিজের স্থানে ফিরে যাচ্ছিলেন তো রাস্তায় এক দরবেশকে একটি কিতাব হাতে নিয়ে দাঁড়ানো দেখলেন, ঐ দরবেশ বলেছিলেন: আজকে অনেক বেশি প্রয়োজন পড়েছে এই কিতাবটি দুই টাকা হাদিয়ার বিনিময়ে দিয়ে দিবো যার ইচ্ছা এটা ক্রয় করে নিন। হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐসময় অযিফা পাঠে মশগুল ছিলেন, এটা শুনে ঐ ফকিরকে ইশারায় নিজের নিকট ডাকলেন এবং ঐ কিতাবটি হাত থেকে নিয়ে নিজের সামনে রেখে দিলেন এবং তাকে দুই টাকা দিয়ে অযিফা পাঠ থেকে অবসর হয়ে ঐ কিতাবটি খুলে দেখলেন তো বুঝতে পারলেন যে, সেটা একটি "গায়েবী কলমের নকশা" যেটাতে অনেক রহস্যের বিষয়াদি লিখা রয়েছে। এই কিতাব এই বংশর গোপন রহস্যের অন্তর্ভূক্ত। (তাযকিরাহে শামসে মারিহরাহ, ৭১ পৃষ্ঠা)

একটি নয় তিনটি ছেলে দান করা হয়েছে (কারামত)

হযরত সৈয়দ শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া মারিহরভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র এক মুরিদ যার নাম ছিল খলিফা মুহাম্মদ ইরাদাতুল্লাহ বাদায়ুনী তিনি সর্বক্ষণ এই চিন্তায় থাকতেন যে, আল্লাহ পাক যেন তাকে

www.dawateislami.net

ছেলে সন্তান দান করেন। একবার হুযুর সাহিবুল বারাকাত হযরত বারকাতুল্লাহ ইশকী মারিহরভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ওরসে পাকে তার মুর্শিদের সামনে দন্ডায়মান ছিলেন, দানশীলতার সমুদ্রে উত্তাল ছিল। বললেন: কি চাও! তিনি আরয করলেন: গোলামের কোন ফাতেহা খাঁ (অর্থাৎ ছেলে) নেই, হযরত বললেন: হে আল্লাহ! আমার ইরাদাতুল্লাকে ছেলে দান করো, এরপর বললেন: খলিফা! প্রথম ছেলের নাম "করীম বখশ" দ্বিতীয় সন্তানের নাম "রহিম বখশ" এবং তৃতীয় ছেলের নাম "ইলাহী বখশ" রাখবে। খলিফা কদমে লুঠে পড়লেন এবং আরয করতে লাগলেন হুযুর আমার আশা নেই! তখন হযরত নিজের মাথা মোবারক (অর্থাৎ পাগড়ী শরীফ ও টুপি মোবারক) দান করলেন এবং বললেন: আমার আল্লাহ পাকের উপর ভরসা আছে, খলিফা ইরাদাতুল্লাহ পুনরায় আসলেন, খুব দ্রুত আল্লাহ পাকের কুদরত প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর একটি ছেলে সন্তান হয়েছে, খলিফা তার নাম রাখলেন "করিম বখশ"। এই পর্যন্ত যে তিন বছরে তিনটি ছেলে সন্তান জন্ম হলো আর তিনজনেরই নাম হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নির্দেশ অনুযায়ী রাখলেন, আল্লাহ পাকের দয়ায় তিনটি ছেলে যুবক হলো, দুইজন ছেলে পিতার পেশা গ্রহণ করলেন এবং করীম বখশ বিজ্ঞান বিষয়ে ইলম অর্জন করার পর "করিমুল লুগাত" নামক কিতাব লিখলেন। **(তাযকিরাহে মাশায়েখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)**

তুমহারে মুহ ছে জু নিকলী ওহ বাত হো কে রহী,
কাহা জু তিন কো কে শব হে তু রাত হো কে রহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইলমী খেদমত সমূহ

হযরত শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাহির ও বাতিনের ইলমের সমুদ্র ছিল। ওলামায়ে কেরামের কঠিন মাসআলা এই মহান ব্যক্তির কাছ থেকে এমন সুন্দর সমাধান পেতেন যে, অবাক হয়ে যেতো, হযরতের লিখনীর মধ্যে সবচেয়ে বড় কিতাব "আইনে আহমদী"। "বারকাতে মারিহরাহ" এর মধ্যে রয়েছে: "আইনে আহমদীর মধ্যে আমল ও অযিফা এবং যিকির ও রহস্যভেদ সম্পর্কে হযরত লিখেন তার মধ্যে চারটি খন্ড হযরত স্বয়ং নিজের পবিত্র হাতে লিখেছেন মা'রিহরাহ শরীফে হযরত হাফিয হাজ্বী সৈয়দ শাহ ইসমাঈল হাসান সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব খানা (লাইব্রেরী) তে রয়েছে।" ঐ কিতাবের সর্বমোট ৩৪টি, এবং অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী ষাটটি খন্ড অনেক বিস্তৃত ও বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে ছিল। সেটার অনেক খন্ড নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিছু খানকা শরীফ এবং বংশের বিভিন্ন হযরতগণ ও খলিফাদের নিকট রয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র আরো কিছু কিতাবের নাম হলো: ✱ বায়যে আমল ও মা'মুল দুওয়াযদাহ মাহী ✱ আ'দাবুস সালিকীন মাতবুআহ ✱ তাসাউফ মে মাছনভী আশআর ✱ দিওয়ানে আশআর ফারসি ইত্যাদি।

(তাযকিরাহে মাশায়েখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৩৬১ পৃষ্ঠা। বারকাতে মা'রিহরাহ, ৮০ পৃষ্ঠা)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইনসাইক্লোপিডিয়া

হযরত আওরঙ্গজেব আলমগীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর যুগে বড় বড় ওলামায়ে কেরামের বোর্ড বানিয়ে নিজের অধীনে হানাফী ফিকাহের একটি ইনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেছিল যেটা "ফতোওয়ায়ে আলমগীরি" নামে পরিচিত। ইতিহাসে এই বিষয়টি নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে,

www.dawateislami.net

হিন্দুস্থানে এটার পর ওলামায়ে কেরামের একটি দল মিলে যদি ইনসাইক্লোপিডিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে সেটা হবে "আইনে আহমদী", যেটা হুযুর শামসে মা'রিহরাহ হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নির্দেশে তাঁর মুরিদ ও খলিফা এবং ভক্তদের একটি দল মিলে রচনা করেন। আলমগীরি ইনসাইক্লোপিডিয়া ও আইনে আহমদীর মধ্যে মৌলিক দিক দিয়ে একটি পার্থক্য রয়েছে সেটা হলো হযরত আলমগীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুধুমাত্র হানাফী ফিকাহের মাসায়িল ও বিষয়াদির উপর কিতাবটি রচনা করেছেন আর এই ইনসাইক্লোপিডিয়ার বৈশিষ্ট্য এটা যে উলুমে মুতাদাভিলা (প্রসিদ্ধ প্রচলিত জ্ঞান) এর মধ্য হতে কোন জ্ঞান ও বিজ্ঞান এমন নয় যেটা এটাতে লিখা হয়নি। এটার লিখনীর ক্ষেত্রে কাযী গোলাম শাব্বীর, কাদেরী লিখেন: খলিফা ও মুরিদগণের মধ্য থেকে (হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে) ওলামায়ে কেরামের একটি দল উপস্থিত হলেন, তিনি বললেন: যদি সরকারে মা'রিহরাহ কিতাবখানা (অর্থাৎ লাইব্রেরী) কে কেউ পরিপূর্ণ রূপে দেখতে চাই তাহলে একটি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। সঠিক সময় হলে এটাই যে, আপনারা চেষ্টা করবেন এবং লইব্রেরী থেকে বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব মনোনীত করে প্রতিটি বিষয়ের সারাংশ যেটাতে সেটার জরুরী বিষয়াদি রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করবেন যাতে যে ব্যক্তি ঐ সারাংশ দেখে নিবে সে মূলত অনেক কিতাব ও লিখকগণের লিখা সম্পর্কে জেনে নিবে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী একটি দল আমল করেছে এবং একটি দল যেটা প্রায় ৩০ এবং একটি বর্ণনা মোতাবেক ৬০ খন্ড সম্বলিত হয়েছে সেটার নাম আইনে আহমদী রাখা হয়েছে। এতে অনেক বুযুর্গদের উক্তি এবং ছোট-বড় অনেক পুস্তিকা একত্রে রয়েছে, অনেক বিষয় সারাংশ হিসেবে রয়েছে। আমি যিকির ও

www.dawateislami.net

অযিফার প্রকৃত নমুনার যিয়ারত করেছি যেখানে কোথাও কোথাও হযরতের পবিত্র স্বাক্ষর ও নির্দেশনা রয়েছে। আফসোস এটাই যে! এই মণিমুক্তাটি মুছে গেছে আর না হয় অনেক বড় নিয়ামত ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আইনে আহমদী শুধুমাত্র একটি কিতাব নয় বরং সেটার ভিতর একটি পরিপূর্ণ কুতুবখানা (লাইব্রেরী) রয়েছে। কিন্তু আফসোস যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতুলনীয় ইনসাইক্লোপিডিয়া সংরক্ষণ রাখতে পারেনি।

(তাযকিরাহে শামসে মা'রিহরাহ, ৩৮ পৃষ্ঠা)

মুরিদ হলে তো আ'লা হযরতের মতো হও

হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল কাসিম ইসমাঈল হাসান শাহ জি মিয়া সাহেব মা'রিহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো যে একবার আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব বাদায়ুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাঝে কোন মাসআলা নিয়ে ইলমী আলোচনা হলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর উক্তি মানতে অস্বীকার করলেন তখন তিনি বললেন আপনি আমার সাথে সিতাপুর (উত্তর প্রদেশ) আসুন। ঐখানে হুযুর আমজাদ সায়্যিদুনা শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কিতাব আইনে আহমদীর আকাঈদ খন্ড আমার কিতাবখানায় রয়েছে এবং অন্যান্য সূফিগণের কিতাবাদিও রয়েছে সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখে নিন আমি যেটা বলছি সেটা সঠিক অথবা আপনি যেটা বলছেন সেটা সঠিক। দুইজনেই সিতাপুর (উত্তর প্রদেশ) তাশরিফ নিয়ে গেলেন। প্রথমতো মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আইনে আহমদীর আকাঈদ খন্ড থেকে আমাদের পীরের সিলসিলার সাথে সম্পর্কিত হযরত সায়্যিদুনা আহমদ সাহেব কানপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কিতাব

www.dawateislami.net

"যুবদাতুল আকাঈদ" বের করে দেখালেন। সেটা দেখে আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন যে "আমি বিনা দলিলে এই বিষয়টি মেনে নিচ্ছি যে যদিওবা দলিল দ্বারা এই পার্থক্য আমার বুঝে আসেনি কিন্তু যেহেতু আমার সম্মানিত মুর্শিদ এটা বলছেন এজন্য আপন মুর্শিদের ফয়সালার উপর একমত পোষণ করছি। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১০৩-১০৫ পৃষ্ঠা) এটা প্রাথমিক পর্যায়ের কথা এরপর এই (আইনে আহমদীর) উক্তিকে (তাঁর কিতাব) "اَلْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَد" তে বিস্তারিত দলিল সহকারে বর্ণনা করেছেন। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৪৩৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নামা ছে রযা কে আব মিট যাও বুরে কামো
দেখো মেরে পাল্লা পর ওহ আচ্ছে মিয়া আয়া
বদকার রযা খুশ হো বদকাম ভালে হো গে
ওহ আচ্ছে মিয়া পিয়ারা আচ্ছো কা মিয়া আয়া

আ'লা হযরতের কালামের ব্যাখ্যাঃ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এই কালামের শেষ পংক্তির প্রথম লাইনে বিনয় প্রকাশ করে স্বয়ং নিজেকে "বদকার" বলেছেন যেটা সাধারণত তাঁর পরিপূর্ণ বিনয়ী এবং আপন পীর মুর্শিদের প্রতি অধিক ভালবাসা ও ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। আমরা আশিকানে রযা আরয করি:

বদকার গদা খুশ হো বদকাম ভালে হো গে,
দেখো মেরে পাল্লা পর ওহ আহমদ রযা খাঁ আয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পবিত্র বংশধর

হযরত শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বিবাহ হযরত শাহ গোলাম আলী সাহেব বিলগিরামীর শাহজাদী "হযরত বিবি ফযল ফাতেমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا " 'র সাথে হয়েছে, তিনি অনেক নেককার মহিলা ছিলেন। তাঁর থেকে একজন শাহজাদা ও একজন শাহজাদীর জন্ম হয়েছে। শাহজাদী ১১ রবিউল ১১৯৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং শাহজাদা হযরত সৈয়দ আলে নবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদারজাত (অর্থাৎ জন্মগত ভাবে) ওলী ছিলেন (শৈশবকালে) মুখ থেকে যাই বের হতো আল্লাহ পাক তা পূরণ করতেন[১] তাঁর بِسْمِ الله শরীফ সবক দেয়ার পর জ্বর আসল এই কারণে ১৩ রবিউল আওয়াল ১১৯৬ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন।

(তাযকিরাহে মাশায়েখে কাদেরীয়া, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

এক বর্ণনা মোতাবেক শাহজাদার ইন্তিকাল শরীফের ২৮ দিন পর ১১ রবিউল আখির শাহজাদী ইন্তিকাল করেন।

(আহওয়াল ও আছার হযরতে আচ্ছে মিয়া, ২৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. (কম বয়সে মুখ থেকে নির্গত কথা পূরণ হওয়াটা অনেক বুযুর্গ থেকে সাব্যস্ত বরং যেই বয়সে বাচ্চা কথাও বলতে পারে না ঐ বয়সে অনেক বাচ্চার কথা বলাটার প্রমাণ রয়েছে)

www.dawateislami.net

মুরিদের সংখ্যা ও কয়েকজন খলিফার নাম

হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুরিদের সংখ্যা এক হিসাব অনুযায়ী দুই লাখের নিকটবর্তী। (তারিখে মাশায়েখে কাদেরীয়া, ৩৬৪ পৃষ্ঠা) বারকাতিয়া বংশে তাঁর কিছু খলিফাদের নাম:

(১) হুযুর আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছোট ভাই হযরত সৈয়দ আলে বারকাতুল মারূফ সাথরে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি তাঁর পর সিলসিলায়ে বারকাতীয়া শাজ্জাদানশীন হয়েছে।

(২) হুযুর আচ্ছে মিয়ার ছোট ভাই হযরত সৈয়দ শাহ আলে হোসাইন সাচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

(৩) হযরত সৈয়দ শাহ আলে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, তিনিই ঐ মোবারক ব্যক্তি যার হাতে সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বায়আত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর প্রসিদ্ধ বাণী হলো যদি কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে কি নিয়ে এসেছো? তখন আমি "আহমদ রযা" কে পেশ করবো বলবো মাওলা! একে (অর্থাৎ আহমদ রযাকে) নিয়ে এসেছি। (আনওয়ারে রযা, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

(৪,৫) হযরত সৈয়দ শাহ আওলাদে রাসূল কাদেরী মা'রিহরাভী ও হযরত শাহ গোলাম মহি উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এরা উভয়ে হযরত হুযুর আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাতিজা।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

পীরে কামিলের সন্ধান

হুযুর আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মানযুরে নযর খলিফা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মজিদ আইনুল হক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সিলসিলায় বায়আত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তিনি একটি সময় থেকে পীরের সন্ধানে ছিলেন কিন্তু কারো প্রতি মন সম্মতি দিল না। কেউ হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নাম বললেন। তিনি মা'রিহরাভী শরীফ পৌঁছলেন এবং কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর খেদমতে রইলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানেও মন স্থির হলো না। মনে মনে বলতে লাগলেন যে এরা সবাই খাবার ইনকাম করার ডাকাত, বান্দা এরকম ফকিরের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। শেষ পর্যন্ত ঐখান থেকে নিজের দেশ বাদায়ুনের দিকে রওনা হলেন। বাদায়ুনের সাথে খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা হাসান শায়খ শাহীর মারূফ বড় সরকার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র আস্তানায় গিয়ে তিনি দেখলেন যে হুযুর গাউছে পাক ও শায়খ শাহী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا তাশরিফ এনেছেন এবং তাঁকে বললেন: আব্দুল মজিদ! সারা দুনিয়াতে প্রদীপ নিয়ে খুঁজলেও সৈয়দ আলে আহমদের চেয়ে উত্তম পীর পাবে না। এখনই ফিরে যাও এবং সৈয়দ আলে আহমদ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) 'র মুরিদ হয়ে যাও। তিনি ঐখান থেকে উল্টো পাও মারিহরাহ শরীফ উপস্থিত হলেন এবং বায়আত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মিয়া! তুমি তো মাওলানা, মুরিদ হয়ে কি করবে? এসব তো ধান্দা করার ডাকাত।" (অন্তরের কুমন্ত্রণার ব্যাপারে জেনে যাওয়াতে) মাওলানা সাহেব কদমে লুঠে পড়েন এবং নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন, আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় বায়আত করালেন এবং খিলাফত প্রদান

www.dawateislami.net

ও খিলাফতের পোশাক দান করে ধন্য করলেন আর বললেন তুমি রাস্তায় ছিলে পীরানে পীর, পীরে দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরিফ আনেন এবং বললেন: মৌলবী আব্দুল মজিদ আসছে তুমি তাকে মুরিদ বানিয়ে নাও এবং খিলাফত প্রদান করো। (বারকাতে মারিরাহ, ৮০ পৃষ্ঠা)

ওয়াহ্ কিয়া মারতবা এ গউছ হে বালা তেরা,
উঁচে উঁচো কে সরো ছে কদম আ'লা তেরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুষ্ঠরোগী ভাল হয়ে গেলো

হযরত আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে একবার এক কুষ্ঠরোগী সৈনিক উপস্থিত হলো এবং দূরে দাড়িয়ে রইল। তিনি বললেন: ভাই সামনে আসুন? সে বলল: হুযুর! আমি এটার উপযুক্ত নই। এরপর বললেন: সামনে আসুন। ঐ ব্যক্তিটি সামনে আসল তো যে স্থানে সাদা দাগ ছিল হযরত নিজের হাত মোবারক সেই স্থানে রাখলেন এবং বললেন এখানে তো কিছুই নেই। যখন সৈনিক ঐ স্থানটি দেখল তখন সাদা দাগ অদৃশ্য হয়ে গেলো। (তাযকিরাহে মাশায়েখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৬২ পৃষ্ঠা)

এ মেরে আচ্ছে কে মুঝ কো ভী আচ্ছা বানা,
সদকায়ে আচ্ছে মিয়া আহমদ রযা খাঁ কাদেরী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(**নোট:** হযরত আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীসমূহ ও কারামত সম্বলিত এই পুস্তিকার দ্বিতীয় খন্ড পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net